বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্বিংশতি সংখ্যা
জুন, ২০২২

প্রকাশক
নিবন্ধক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৩২

মুদ্রক
ট্রেড-কন
(যোগাযোগ ৯১২৩০১৮৭৬৬)
১২, বাদুড় বাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৯

মূল্য : ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ টাকা)

সূচিপত্র

৫
সম্পাদকীয়

পর্ব এক

১১
মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসচর্চায় কুলজিশাস্ত্র ও নগেন্দ্রনাথ বসু
শাশ্বতী রায়

৩৫
সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও বৈষ্ণব সাহিত্য-সাধনা
রামানুজ মুখোপাধ্যায়

৫৩
বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিক অন্বেষণ ও অগ্রপথিক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
শুভময় ঘোষ

৬৭
'পটপরিবর্তনই ইতিহাস': নীহাররঞ্জন রায়ের ভারতেতিহাসচর্চা
অভিজিত সাধুখাঁ

৮৯
বৈষ্ণবসাহিত্য: সম্পাদক ও সমালোচক বিমানবিহারী মজুমদার
সত্যবতী গিরি

৯৬
আশুতোষ ভট্টাচার্যের মধ্যযুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা
সুমিত বড়ুয়া

বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিক অন্বেষণ ও অগ্রপথিক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

শুভময় ঘোষ

বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু সিরিয়াস পাঠকের কাছে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আজও ধূসর অতীত হয়ে যাননি। অগ্রজ সহোদর নরেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে স্বামী বিবেকানন্দের অত্যুজ্জ্বল ব্যক্তি-পরিচিতির পুচ্ছগ্রাহিতায় নয়; বরং, তারও বাইরে দাঁড়িয়ে বিচিত্র কর্মোদ্যোগ এবং নিরলস জ্ঞানচর্চার সুবাদেই ভূপেন্দ্রনাথ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন নিজস্ব এক পরিচিতি। *স্বদেশী যুগে যুগান্তর* পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কারাবরণ, শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন গড়ার কাজ, ছাত্র-যুবসমাজের মধ্যে মার্কসবাদের প্রচার-প্রসার—এইসব বিচিত্র কর্মব্যস্ততার পাশাপাশিই তিনি নিরন্তর ব্রতী থেকেছেন সমাজতত্ত্বের নিবিড় চর্চায়। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিখ্যাত অধ্যাপক ও সমাজতাত্ত্বিক লেস্টার ওয়ার্ডের কাছে সম্পন্ন হয়েছিল ভূপেন্দ্রনাথের সমাজতত্ত্বের পাঠ। দেশে ফিরে এসে সেই অধীত বিদ্যার সর্বতোমুখী প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন তিনি এ-দেশের সমাজ-বিকাশকে অনুধাবনের কাজে। গবেষণার সেই মৌলিকতা ও সূক্ষ্মতার প্রমাণ রয়ে গিয়েছে ভূপেন্দ্রনাথের *ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি*-সহ অপরাপর গ্রন্থগুলিতে।

চৈতন্যের নেতৃত্বে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন নিয়ে ভূপেন্দ্রনাথের গভীর অনুসন্ধানের পরিচয় ধরা আছে তাঁর *বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব* নামের কৃশকায় বইটিতে। ১৯৪৫-এ গ্রন্থরূপ পেলেও এ বইয়ের নিবন্ধগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল *প্রবর্ত্তক* মাসিক পত্রিকায় ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ১৩৫০-এর শ্রাবণ সংখ্যার মধ্যে। অবশ্য মধ্যযুগীয় বঙ্গে সংঘটিত এই আন্দোলনকে যথাযথভাবেই এক সামগ্রিকতায় ভারতব্যাপী সন্ত-আন্দোলনের প্রেক্ষিতেই দেখেছেন ভূপেন্দ্রনাথ। লিখেছেন—'বাংলার চৈতন্যদেব প্রবর্তিত নব-আন্দোলন ভারতব্যাপী ধর্ম ও সামাজিক জীবনের নূতন স্পন্দনের ও প্রস্ফুরণের একাংশমাত্র।'[১] তেমনই আমাদের আলোচ্য এই গ্রন্থটিকেও বাংলার এক বৃহত্তর সমাজ-ইতিহাস-জিজ্ঞাসার অংশ হিসেবেই পাঠ করবার কথা বলেছেন তিনি। প্রকৃতপ্রস্তাবে, 'বঙ্গসাহিত্যে সামাজিক অনুসন্ধান', 'বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস', 'লেখমালায় সমাজতাত্ত্বিক সংবাদ' প্রভৃতি রচনায় লেখকের যে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসার প্রকাশ ঘটেছিল ইতোমধ্যেই—*বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব* তারই সবিশেষ সম্প্রসারণ মাত্র। অবশ্য শুরুতেই বলে নেওয়া দরকার যে, সমাজতত্ত্বের চর্চার অঙ্গ হিসেবেই ভূপেন্দ্রনাথ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিবর্তন-অনুসন্ধানেও ব্রতী হয়েছিলেন। ঋগ্বেদ থেকে তন্ত্রসাধনার যুগ পর্যন্ত ধর্মীয় ইতিহাসের বিশ্লেষণ ধরা আছে তাঁর দুই পর্বে প্রকাশিত *ডায়ালেকটিক্স অফ হিন্দু রিচ্যুয়ালিজম* গ্রন্থে। কিন্তু, *বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব* কোনোভাবেই 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম'-এর ইতিহাস নয়, বরং, চৈতন্য-আন্দোলনের সূত্রে